উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, মনিরাম
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের
সবাইকে জানাই আন্তরিক সালাম

আমি মোঃ জিল্লুর রহমান, পিতাঃ মোঃ গোলাম কবির,, মাতাঃ শাহারুনেচ্ছা বেগম, গ্রামঃ বালিধা, ডাকঃ পাঁচাকড়ি, উপজেলাঃ মনিরামপুর, জেলাঃ যশোর। আমার জন্ম তারিখ ১৩/০৫/১৯৮৫ইং। আমি আমার শিক্ষা জীবন থেকেই মাছ চাষের প্রতি আমার অনেক বেশি আগ্রহ ছিল কিন্তু আমার পিতার অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ থাকায় এবং অর্থনৈতিক অভাবে মাছ চাষে মন থাকলেও মাছ চাষ করতে পারিনি। আমি এস এস সি পরীক্ষা পাশ করার পর আমি বেকার ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। একদিন আমার নিজের ইচ্ছায় উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে আসি এবং সেখান থেকে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী পালন , মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়েও যুব কর্মকর্তাদের সাথে প্রশিক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করি। পরবর্তীতে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যশোর থেকে তিন মাসের(০৫/০৭/ ২০০৩ ইং হতে ৩০/০৯/২০০৩ তাং পর্যন্ত) গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী পালন , মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়েও প্রশিক্ষন গ্রহণ করি এবং কৃর্তিতের সহিত(ক) গ্রেডে উত্তীর্ণ হই। এবং পরবর্তীতে উপজেলা যুব উন্নয়ণ অধিদপ্তর হইতে প্রাথমিক ভাবে ১০,০০০/= (দশ হাজার)টাকা ঋণ গ্রহণ করি। সাথে সাথে আমি লেখাপড়া চালিয়ে যায় এবং বি,এ পাশ করিয়াছি। ইহা ছাড়া সরকারি পৃষ্ট পোশকাতা যদি পায় তাহলে আমি অত্র এলাকার যুবক যুবতী ভাই বোনদের নিয়ে আমার অগ্র যাত্রার উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করি। আমি আরো মনে করি যে, যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান সহ জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারব। বর্তমানে আমি মৎস্য চাষের উপর গুরুত্ব দিয়ে নিজেই একটি খামার গড়ে তুলি। আমার খামারের নাম "রুপালি মৎস্য খামার" । রুপালি মৎস্য খামার থেকে সঠিক ভাবে মাছ চাষ করে পরবর্তীতে আমি আরও একটি মৎস্য খামার করি এবং সেই খামারের নাম " সূর্যমুখী মৎস্য খামার"। এই খামারটির আয়তন প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ বিঘা। মাছ চাষের পাশাপাশি ঘেরের পাড় দিয়ে বিভিন্ন ধরণের শাক-সবজী , সরিষা, ইত্যাদি চাষ করে থাকি এবং এর থেকে প্রতি বছর ৮০,০০০ হাজার থেকে ১,০০,০০০/= টাকা উর্পাজন করি। পরবর্তীতে গরু মোটাতাজাকরন করার জন্য একটি খামার তৈরি করেছি। খামারটিতে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ টি গরু মোটাতাজাকরন করা যাবে। এবং তার জন্য ঘেরের পাড়ে পারা ঘাস ও নেপিয়ার ঘাস রোপন করেছি। আমার খামার গুলো পরিচালনা করার জন্য ২৫/৩০ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে জাতীয় মুলনীতি আমার মত ১৮ থেকে ৩৫ বছর শিক্ষিত যুবকদের বিভিন্ন ট্রেডে উপজেলা পর্যয়ে ও জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে । আমিও এই প্রশিক্ষণ অনুযায়ী কাজ করেছি এবং আমি আমার জীবনের পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছি। এই কর্মসূচরি মাধ্যমে আমি মনিরামপুর উপজেলার সকল যুবকদের উৎসাহিত করতে চাই। সকলে চেষ্টা করলে আমার মত ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারবে। এখন আমি আমার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে খুব সুখেই আছি।

অত্র এলাকার আরও যুবকদের কে নিয়ে প্রশিক্ষনে উদ্ভুত করে তাদের কে আমার মত সাবলম্বী হওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আজকে আমি আমার ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছি বলে উক্ত দপ্তরের কাছে আমি ঋণি।

পরিশেষে, যুব উন্নয়ণ অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ণ মঙ্গল কামনা করে শেষ করছি।

মোঃ জিল্লুর রহমান
পিতাঃ মোঃ গোলাম কবির
মাতাঃ শাহারুনেচ্ছা বেগম
বালিধা, পাঁচাকড়ি, মনিরামপুর, যশোর।

রূপালী মৎস্য খামার—
প্রো: জনাব মো: বিল্লাল হোসেন
পিং— মো: গোলাম কবির, মাতা— মাহমুদুন্নেছা বেগম
গ্রাম— বালিধা, ডাক— পাঁচাকড়ি, মনিরামপুর, যশোর।